২০/৭/২০০৪

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৫...

দৈনিক ইত্তেফাক

কলেজে ভর্তির নতুন নীতিমালা

সালাহউদ্দীন বাবলু ॥ এসএসসি পরীক্ষায় দেশে প্রথমবারের মতো গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হবার পর এবার কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রেও নতুন নীতিমালা তৈরী করা হয়েছে। শিক্ষা বোর্ডগুলোর পক্ষ থেকে সকল সরকারী-বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের জন্য জারি করা এই নীতিমালা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকেও ইতিমধ্যে অনুমোদন করা হয়েছে। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে অনেকটা আগের মতোই সর্বমোট ২০০ নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এর মধ্যে ১০০ নম্বর হচ্ছে প্রাপ্ত জিপিএ'র অংশ। যার যার জিপিএকে ২০ দিয়ে গুণ করে এই অংশ নির্ধারিত হবে। বাকী ১০০ নম্বরের মধ্যে ৮০ নম্বর থাকছে সরাসরি ভর্তি পরীক্ষার জন্য। অবশিষ্ট ২০ নম্বর হচ্ছে ঐচ্ছিক (চতুর্থ) বিষয়সহ নৈর্বাচনিক বিষয়গুলোতে পাওয়া গ্রেড পয়েন্টের সমষ্টি। এই তিন ক্ষেত্রের নম্বর সমন্বয় বা যোগ করে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা স্কোর চূড়ান্ত করা হবে। ঐচ্ছিক অর্থাৎ চতুর্থ (অতিরিক্ত) বিষয়ে পাওয়া গ্রেড পয়েন্টকেও এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে গ্রেডিং পদ্ধতিতে অনেকটা গুরুত্বহীন চতুর্থ বিষয়কে পরোক্ষে কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন থেকে এই পদ্ধতিতেই সরকারী বা বেসরকারী সকল কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছে। যদিও বোর্ডের এই নতুন নীতিমালা প্রকাশের আগেই ঢাকা মহানগরীর অনেক কলেজ সম্পূর্ণ অনিয়মতান্ত্রিকভাবে নিজস্ব পদ্ধতিতে ভর্তি কলেজ কর্তৃপক্ষকেই এই নয়া নীতিমালা অনুসরণ করে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে হবে বলে জানা গেছে। নয়া নীতিমালা অনুযায়ী দেশের সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল বা কলেজগুলো আগামী সপ্তাহেই ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের আগেই ভর্তি পরীক্ষা এবং তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আগস্টের শেষ সপ্তাহে সকল কলেজে ক্লাস শুরু হবে। কোন কোন কলেজ এর আগেও ভর্তি প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু করতে পারে। ভর্তি পরীক্ষার জন্য আবেদন ফরম বাবদ ১০ টাকা এবং পরীক্ষা ফি বাবদ সর্বোচ্চ ৫০ টাকার বেশী কোন কলেজ গ্রহণ করতে পারবে না বলে নির্দেশ দেয়া

৫-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

কলেজে ভর্তির নতুন নীতিমালা

৮-এর পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। তবে বেসরকারী কলেজগুলো বোর্ডের এই নির্দেশ মানছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজে এবারও একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি করা হবে। আগামী সপ্তাহে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ঢাকা কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারে।

এদিকে রাজধানী ঢাকার নামীদামি বেসরকারী কলেজগুলোসহ অন্য বেশকিছু কলেজ ইতোমধ্যেই ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ফরম বিতরণ শুরু করে দিয়েছে। এসব কলেজের ভর্তিপদ্ধতিতে সুস্পষ্ট করে কিছু না বলায় সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা পড়েছেন বিভ্রান্তিতে। ইতোপূর্বে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে সনাতনী নিয়মেও ২০০ নম্বর রাদ্দ ছিল। তবে এর ১০০ নম্বর নেয়া হতো সএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বরের ০% হিসেবে এবং বাকী ১০০ নম্বর ছিল রাসরি লিখিত ভর্তি পরীক্ষার জন্য। বাংলা, ংরেজীসহ মোট ৫টি বিষয়ে ২০ নম্বর করে মোট ১০০ নম্বরে লিখিত ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হতো। এই লিখিত ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর মূল এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা ১০ ভাগের সাথে যোগ করে মেধা স্কোর তৈরী করা হতো। কিন্তু এ যাবৎ যেসব বেসরকারী ক... ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে তাতে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল থেকে কোন অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। শুধু ১০০ বা ২০০ নম্বরের লিখিত ভর্তি পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। নটরডেম কলেজ যে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে, তাতে ২০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াও মৌখিক পরীক্ষার কথাও বলা হয়েছে। এছাড়া ভর্তির আবেদনের জন্য বিজ্ঞান বিভাগে জেলা বা বিভাগীয় শহর থেকে পাস করা ছাত্রদের জিপিএ ন্যূনতম ৪ দশমিক ২ এবং গ্রামের স্কুল থেকে পাস করা ছাত্রদের জিপিএ ৪ দশমিক ০ চাওয়া হয়েছে। বাণিজ্য বিভাগেও অনুরূপ সর্বনিম্ন জিপিএ ৩ দশমিক ৩ ও ৩ দশমিক ০ এবং মানবিক বিভাগে সর্বনিম্ন জিপিএ ৩ দশমিক ০ ও ২ দশমিক ৭ চাওয়া হয়েছে। ভিকারুন নিসা কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে সর্বনিম্ন জিপিএ ৪ দশমিক ৫, বাণিজ্যে ৪ এবং মানবিকে ৩ চাওয়া হয়েছে। হলিক্রস কলেজে চাওয়া হয়েছে বিজ্ঞানে সর্বনিম্ন ৪ এবং মানবিকে ৩ দশমিক ২৫। মতিঝিল আইডিয়াল কলেজে (শুধু ছাত্রীদের জন্য) বিজ্ঞানে ন্যূনতম ৪, বাণিজ্যে ৩ এবং মানবিকে ২ দশমিক ৮ চাওয়া হয়েছে। তবে যারা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে বাণিজ্যে বা মানবিক শাখায় যেতে চায় তাদের জন্য সর্বনিম্ন জিপিএ ৩ দশমিক ৫০ চাওয়া হয়েছে। মিরপুর কমার্স কলেজে ভর্তি পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞান বিভাগ থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের সর্বনিম্ন জিপিএ ৩ দশমিক ৫০ এবং মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগ থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের জিপিএ ন্যূনতম ৩ দশমিক ২৫ চাওয়া হয়েছে। এসব কলেজের কোনটিতেই ভর্তি পরীক্ষার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্ত জিপিএ-কে ২০ দিয়ে গুণ দিয়ে কনভার্ট করে কোন নম্বর যোগ করে মেধা স্কোর তৈরীর কথা বলা হয়নি। মূলত বোর্ডের নীতিমালা প্রকাশের আগেই তারা তড়িঘড়ি করে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি জারি করায় এ বিষয়টি উহ্য রাখা হয়। এখন বোর্ডের নতুন ভর্তি নীতিমালা প্রকাশের পর তারা কিভাবে এর সমন্বয় করবে তা জানা যায়নি।

নতুন নীতিমালা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএকে ২০ দিয়ে গুণ করে যে নম্বর পাওয়া যাবে তার সাথে লিখিত ভর্তি পরীক্ষায় (৮০ নম্বরের মধ্যে) প্রাপ্ত নম্বর এবং এসএসসির নৈর্বাচনিক ও ঐচ্ছিক ৪টি বিষয়ে (আবশ্যিক বিষয়গুলো ছাড়া) প্রাপ্ত গ্রেডিং পয়েন্টগুলোকে যোগ করে মেধা স্কোর তৈরী করা হবে।